

طريق محبا  
لرسول الله ﷺ  
وقواعد مجدفا

রসূলুল্লাহ ﷺ কে যেভাবে  
ভালবাসতে  
হবে এবং তাঁকে ﷺ  
কটাক্ষকারীর  
বিধান

محمد إقبال بن فخرول

মুহাম্মাদ ইকবাল বিন ফাখরুল

রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে যেভাবে  
**ভালবাসতে**  
হবে এবং তাঁকে ﷺ  
**কটাক্ষকারীর**  
**বিধান**

- লেখক -

মুহাম্মদ ইকবাল বিন ফাখরুল  
মোবাইল : ০১৬৮০৩৪১১১০

- প্রকাশনায় -

বান্ধাহ ডিটিপি হাউজ  
মোবাইল : ০১৯১৪৬০৩৬১৫

প্রচ্ছদ ডিজাইন ও কম্পিউটার কম্পোজ :

আব্দুল্লাহ্ আরিফ  
মোকাদ্দিসুর রহমান পরশ

- প্রকাশকাল -

জিলক্বদ, ১৪৩৩ হিঃ  
অক্টোবর, ২০১২ইং

মূল্য : ২০ টাকা মাত্র

॥ সূচীপত্র ॥

০১. ভূমিকা	৩
০২. রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে 'সকল মানুষ' থেকে বেশী ভালবাসা ঈমানের শর্ত	৪
০৩. রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে 'ধন-সম্পদ' থেকেও বেশী ভালবাসা ঈমানের শর্ত	৪
০৪. রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে 'নিজের জীবন' থেকেও বেশী ভালবাসা ঈমানের শর্ত	৪
০৫. ঈমানদারগণ রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে ভালবাসে আর মুনাফিকরা শত্রুতা পোষণ করে	৫
০৬. ঈমানের স্বাদ যখন পাওয়া যায়	৫
০৭. রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কটাক্ষকারী কাফির	৬
০৮. রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কটাক্ষ করলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড	৬
০৯. রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কটাক্ষ করলে তাকে হত্যা করতে হবে আর এ বিষয়ে বিচারকের রায়ের অপেক্ষার প্রয়োজন নেই	৮
১০. কোনো মুসলিম রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কটাক্ষ করার পরে তাওবাহ্ করলেও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে	৯
১১. কোনো অমুসলিম রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কটাক্ষ করার পরে অনুতপ্ত হলে হবে না বরং ইসলাম গ্রহণ করলে তার জন্য নির্ধারিত শাস্তি মওকুফ হবে	১১
১২. রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কটাক্ষ করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এই আইনকে বিশ্বাস না করার বিধান	১২
১৩. সরাসরি রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কটাক্ষ করেনি কিন্তু কটাক্ষকারীদের সম্পর্কে বলে থাকে তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে এ সম্পর্কিত বিধান	১৩
১৪. রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কটাক্ষ করার কারণে হত্যা করতে যারা বাঁধা প্রদান করে এ সম্পর্কিত বিধান	১৩
১৫. রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে যারা কটাক্ষ করেছে তাদের সম্পর্কে যারা বলে 'আমরা তাদের ইসলাম বুঝাতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা কটাক্ষ করার সুযোগ পেয়েছে' এ সম্পর্কিত বিধান	১৪
১৬. রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সম্পর্কে কটাক্ষকারীদের ব্যাপারে যে সকল মুসলিম নীরব ভূমিকা পালন করে তাদের সম্পর্কিত বিধান	১৫
১৭. উপসংহার	১৬

## ভূমিকা

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই নিকট সাহায্য চাই ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। তাঁরই প্রতি আমরা ঈমান তথা বিশ্বাস রাখি এবং ভরসা করি। আমাদের অন্তরের যাবতীয় অকল্যাণ, খারাপ ও গর্হিত কর্ম হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেন ও সৎ পথে পরিচালিত করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করতে পারে না এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হেদায়েত দিতে পারে না।

আমি এ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয় তাঁর কোন অংশীদার নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা এবং রসূল। অতঃপর সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি। পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহ অনুসরণই আমাদের মুক্তির একমাত্র পথ। তাই, আমাদেরকে কুরআন এবং সুন্নাহ যথাযথ নিয়মে পালন করতে হবে এবং এর বহির্ভূত সকল বিষয় বর্জন করতে হবে।

কথা হচ্ছে, আজ পৃথিবীতে একটি বিষয় ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে, আর তা হচ্ছে আমাদের বিশ্বনাভী মুহাম্মাদ ﷺ কে নিয়ে কটাক্ষ করা। এই ঘটনা কাজ সম্পর্কে কুরআন এবং সুন্নাহ কি বলে তা যথাসাধ্য উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। এই বইটি লিখতে গিয়ে মোটেই আমি আবেগ-তাড়িত হইনি। বরং সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে এবং সচেতনভাবে কুরআন এবং সুন্নাহ'র দালিলগুলো উপস্থাপন করেছি। তথাপিও মানুষ ভুলের উর্ধে নয়, যদি কোন ভাইয়ের নিকট এই ব্যাখ্যাগুলো ভুল মনে হয়, তা'হলে অনুগ্রহ করে আমাকে কুরআন এবং সুন্নাহ'র আলোকে শুধরিয়ে দিবেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

## রসূলুল্লাহ ﷺ কে 'সকল মানুষ' থেকে বেশী ভালবাসা ঈমানের শর্ত

আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত,

قال رسول الله ﷺ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده ووالده والناس اجمعين

“নাবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা এবং সকল মানুষ হতে অধিক প্রিয় হই।” -বুখারী, অধ্যায় : ২, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ : ৮, রসূলুল্লাহ ﷺ কে ভালবাসা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত, হাদিস # আরবী মিশর ১৪,১৫, তা. পা. ১৪,১৫, ই.ফা.বা. ১৩,১৪, আ.প্র. ১৩,১৪, মুসলিম, অধ্যায় ১, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ : ১৬, রসূলুল্লাহ ﷺ কে স্ত্রী, পুত্র, পরিজন ও পিতামাতা তথা সকলের চাইতে অধিক ভালবাসা ওয়াজিব এবং যে ব্যক্তি এরূপ ভালবাসবে না তার ঈমান নেই বলা হয়েছে, হাদিস # আ.হা.লা. ৭৩, ই.ফা. ৭৫, ই.সে. ৭৭, নাসাঈ, সহীহ, অধ্যায় : ৪৭, কিতাবুল ঈমান এবং এর বিধানসমূহ, অনুচ্ছেদ : ১৯, ঈমানের আলামত, হাদিস # আরবী মিশর, ৫০১৩, ৫০১৫ ই.ফা. ৫০১২, ৫০১৪, (হাদিসটি নাসাঈ বর্ণনা)।

## রসূলুল্লাহ ﷺ কে 'ধন-সম্পদ' থেকেও বেশী ভালবাসা ঈমানের শর্ত

আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত,

قال رسول الله ﷺ لا يؤمن عبد وفي حديث عبد الوارث الرجل حتى اكون اليه من اهله وماله والناس اجمعين

“রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ ও অন্যান্য লোকদের চাইতেও অধিক প্রিয় হব।” -মুসলিম, অধ্যায় : ১, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ : ১৬, রসূলুল্লাহ ﷺ কে স্ত্রী, পুত্র, পরিজন ও পিতা-মাতা তথা সকলের চাইতে অধিক ভালবাসা ওয়াজিব এবং যে ব্যক্তি এরূপ ভালবাসবে না তার ঈমান নেই বলা হয়েছে, হাদিস # আ.হা.লা. ৭২, ই.ফা. ৭৪, ই.সে. ৭৬।

## রসূলুল্লাহ ﷺ কে 'নিজের জীবন' থেকেও বেশী ভালবাসা ঈমানের শর্ত

আব্দুল্লাহ ইবনে হিশাম رضي الله عنه হতে বর্ণিত,

قال كنا مع النبي ﷺ وهو أخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانْت احب الى من كل شئ الامن نفسى فقال النبى ﷺ لا والذى نفسى بيده حتى اكون احب اليك من نفسك فقال له عمر فانه الانا واللّٰهُ لانت احب الى من نفسى فقال النبى ﷺ الانا يا عمر

“তিনি বলেন আমরা একবার নাবী ﷺ এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তখন ওমার ইবনে খাত্তাব ﷺ এর হাত ধরেছিলেন। ওমার ﷺ তাঁকে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ﷺ আমার জীবন ছাড়া আপনি আমার কাছে সবকিছু থেকে অধিক প্রিয়। তখন নাবী ﷺ বললেন না, যাঁর হাতে আমার প্রাণ ঐ স্বত্ত্বার ক্বসম তোমার কাছে আমি যেন তোমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় হই। তখন ওমার ﷺ তাঁকে বললেন, আল্লাহ্‌র ক্বসম এখন আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। নাবী ﷺ বললেন, হে ওমার (এখন তুমি ঈমানদার হলে)।” -বুখারী, অধ্যায় : ৮৩, শপথ ও মানত, অনুচ্ছেদ : ৩, নাবী ﷺ এর শপথ কেমন ছিল, হাদিস # আরবী মিশর, ৬৬৩২, তা.পা. ৬৬৩২, ই.ফা. ৬১৭৮, আ.প্র. ৬১৭০।

## ঈমানদারগণ রসূলুল্লাহ ﷺ কে ভালবাসে আর মুনাফিক্বরা শত্রুতা পোষণ করে

আলী ﷺ বলেছেন,  
انه لعهد النبى الامى ﷺ الى انه لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق.  
“রসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট অঙ্গীকার করেছেন, কেবল মু’মিনগণই আমাকে ভালবাসবে আর মুনাফিক্বরাই আমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে।” -নাসাঈ, সহীহ, অধ্যায় : ৪৭, কিতাবুল ঈমান এবং এর বিধান সমূহ, অনুচ্ছেদ : ১৯, ঈমানের চিহ্ন, হাদিস # আরবী মিশর ৫০১৮, ই.ফা.বা. ৫০১৭, অনুচ্ছেদ : ২০, মুনাফিক্বের চিহ্ন, হাদিস # আরবী মিশর ৫০২২, ই.ফা.বা. ৫০২১।

## ঈমানের স্বাদ যখন পাওয়া যায়

আনাস ﷺ হতে বর্ণিত,  
عن النبى ﷺ قال ثلاث من كنها فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما ومن احب عبدا لا يحبه الا الله عز وجل ومن يكره ان يعود فى الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يلقى فى النار.

“নাবী ﷺ বলেছেন, তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে সে ঈমাণের স্বাদ পেয়েছে, (১) আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ তার নিকট অন্য সকল কিছু হতে অধিক প্রিয় হওয়া, (২) কাউকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই ভালবাসা, (৩) কুফুরীতে ফিরে যাওয়াকে আগুণে

বাঁপ দেয়ার মত অপছন্দ করা।” -বুখারী, অধ্যায় : ২, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ : ৯, ঈমানের স্বাদ, আরবী মিশর ১৬, তা.পা. ১৬, ই.ফা.বা. ১৫, আ.প্র. ১৫, অনুচ্ছেদ : ১৪, কুফুরীতে ফিরে যাওয়াকে আগুণে নিক্ষেপ হওয়ার ন্যায় অপছন্দ করা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত, আরবী মিশর ২১, তা.পা. ২১, ই.ফা.বা. ২০, আ.প্র. ২০, অধ্যায় : ৭৮, আচার ব্যবহার, অনুচ্ছেদ : ৪২, আল্লাহ তা’লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালবাসা, হাদিস # আরবী মিশর ৬০৪১, তা.পা. ৬০৪১, ই.ফা. ৫৫০২, আ.প্র. ৫৬০৬, অধ্যায় : ৮৯, বল প্রয়োগের মাধ্যমে বাধ্য করা, অনুচ্ছেদ : ২, যে ব্যক্তি কুফরী গ্রহণ করার বদলে দৈহিক নির্যাতন, নিহত ও লাঞ্চিত হওয়াকে বেছে নেয়, হাদিস # আরবী মিশর ৬৯৪১, তা.পা. ৬৯৪১, ই.ফা. ৬৪৭২, আ.প্র., ৬৪৫৯ মুসলিম, অধ্যায় : ১, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ : ১৫, যে এসব গুণে গুণান্বিত হবে সেই ঈমানের স্বাদ পাবে, হাদিস # আ.হা.লা. ৬৯-৭০, ই.ফা.বা. ৭১-৭২, ই.সে. ৭৩-৭৪, নাসাঈ, সহীহ, অধ্যায় : ৪৭, কিতাবুল ঈমান এবং এর বিধান সমূহ, অনুচ্ছেদ : ২, ঈমানের স্বাদ, হাদিস # আরবী মিশর ৪৯৮৭, ই.ফা.বা. ৪৯৮৬, অনুচ্ছেদ : ৩, ঈমানের মিষ্টতা, হাদিস # আরবী মিশর ৪৯৮৮, ই.ফা.বা. ৪৯৮৭, অনুচ্ছেদ : ৪, ইসলামের স্বাদ, হাদিস # আরবী মিশর ৪৯৮৯, ই.ফা.বা. ৮৯৮৮, ইবনে মাজাহ, সহীহ, অধ্যায় : ৩৬, কিতাবুল ফিতনাহ, অনুচ্ছেদ : ২৩, বিপদের সময় ধৈর্যধারণ, হাদিস # আরবী মিশর ৪০৩৩ (হাদিসটি বুখারীর বর্ণনা)।

## রসূলুল্লাহ ﷺ কে কটাক্ষকারী কাফির

মহান আল্লাহ বলেছেন,  
... قُلْ اَبَا اللّٰهِ وَاَيْتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُوْنَ . لَا تَعْتَدُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ط ...  
“তাদের জিজ্ঞেস করলে তারা জোর দিয়েই বলবে আমরা হাসি-ঠাট্টা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বল, আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রসূলকে নিয়ে বিদ্রূপ করছিলে ? ওজর দেখানোর চেষ্টা করোনা। ঈমান আনার পর তোমরা কাফির হয়ে গেছো...।” -সূরা তাওবাহ, ৯/৬৫-৬৬

এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, যারা রসূলুল্লাহ ﷺ কে কটাক্ষ করবে তারা কাফির হয়ে যাবে।

## রসূলুল্লাহ ﷺ কে কটাক্ষ করলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত,  
يقول قال رسول الله ﷺ من نكع بن الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله فقال محمد بن مسلمة انا فاتة فقال اردنا ان تسلفنا وسقا او وسقين فقال ارهنونى نسائكم قالوا كيف نرهنك نساءنا وانت اجمل العرب قال فارهنونى ابنائكم قالوا كيف نرهن ابنائنا فيسب احدهم فيقال رهن بوسق او وسقين هذا عار علينا ولكننا نرهنك اللامة قال سفين يعنى السلاح فوعده ان ياتيه فقتلوه ثم اتوا النبى ﷺ فاخبروه .

“তিনি বলেন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কা’ব ইবনু আশরাফকে হত্যা করার দায়িত্ব কে

নিতে পারবে। সেতো আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দিয়েছে (অশ্লীল বাক্যের মাধ্যমে) মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ رضي الله عنه তখন বললেন আমি পারবো। পরে তিনি তার কাছে (কা'ব বিন আশরাফের কাছে) গিয়ে বললেন, আমরা তোমার কাছে এক ওয়াসাক অথবা বলেছেন দু'ওয়াসাক খাদ্য ধার চাচ্ছি। সে বললো, তোমাদের মহিলাদেরকে আমার কাছে বন্ধক রাখ। তিনি বললেন, তুমি হলে আরবের সেরা সুন্দর ব্যক্তি তোমার কাছে মহিলাদেরকে কিভাবে বন্ধক রাখতে পারি? সে বললো তাহলে তোমাদের সন্তানদেরকে আমার কাছে বন্ধক রাখ। তিনি বললেন, কিভাবে সন্তানদেরকে তোমার কাছে বন্ধক রাখি, পরে এই বলে লোকজন তাদের নিন্দা করবে যে, দু'এক ওয়াসাকের জন্য তারা বন্ধক ছিল। এটা আমাদের জন্য হবে বিরাট কলঙ্ক। তার চেয়ে বরং তোমার কাছে আমাদের অস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি। তারপর তিনি তাকে পরে আসার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং পরে এসে তাঁরা তাকে (কা'ব বিন আশরাফকে) হত্যা করলেন এবং নাবী صلى الله عليه وسلم এর কাছে এসে সে সম্পর্কে তাঁকে صلى الله عليه وسلم অবহিত করলেন।” -বুখারী, অধ্যায় : ৬৪, কিতাবুল মাগাযী, অনুচ্ছেদ : ১৫, কা'ব ইবনু আশরাফের হত্যা, হাদিস # আরবী মিশর ৪০৩৭, তা.পা. ৪০৩৭, ই.ফা. ৩৭৩৯, আ.প্র. ৩৭৩৫, অধ্যায় : ৪৮, বন্ধক, অনুচ্ছেদ : ৩, অস্ত্র বন্ধক রাখা, হাদিস # আরবী মিশর ২৫১০, তা.পা. ২৫১০, ই.ফা. ২৩৪৫, আ.প্র. ২৩২৮, অধ্যায় : ৫৬, জিহাদ ও যুদ্ধকালীন আচার ব্যবহার, অনুচ্ছেদ : ১৫৮, যুদ্ধে মিথ্যা বলা, হাদিস # আরবী মিশর ৩০৩১, তা.পা. ৩০৩১, ই.ফা. ২৮১৬, আ.প্র. ২৮০৬, মুসলিম, অধ্যায় : ৩৩, জিহাদ ও সফর, অনুচ্ছেদ : ৪২, ইহুদি নেতা কা'ব ইবনু আশরাফের হত্যা, হাদিস # আ.হা.লা. ৪৫৫৬, ই.ফা. ৪৫১৩, ই.সে. ৪৫১৫ (হাদিসটি বুখারীর বর্ণনা)।

বারাআ رضي الله عنه হতে বর্ণিত,

قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رافع اليهودية رجلا من الانصارى فامر عليهم عبد الله بن عتيك وكان اب رافع يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه ...

“তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم আব্দুল্লাহ ইবনু আতিককে আমীর (নেতা) বানিয়ে তার নেতৃত্বে আনসারদের কয়েকজন সাহাবীকে ইয়াহুদি আবু রাফিকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন, আবু রাফি রসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم কে কষ্ট দিত এবং এ ব্যাপারে লোকদের সাহায্য করতো। ...” -বুখারী, অধ্যায় : ৬৪, কিতাবুল মাগাযী, অনুচ্ছেদ : ১৬, আবু রাফি আব্দুল্লাহ ইবনু আবুল হুকাইকুর হত্যা, হাদিস # আরবি মিশর ৪০৩৯, তা.পা. ৪০৩৯, ই.ফা. ৩৭৪১, আ.প্র. ৩৭৩৭।

وكانت له قينتان : فرتنى وصاحبها، وكانت تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهما.

“(আব্দুল্লাহ বিন খাতলের) দু'জন গায়িকা দাসী ছিল। একজন ছিলো ফারতনা এবং অপরজন ছিলো তারই আরেক সঙ্গিনী। এরা দু'জনই রসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم কে নিয়ে কুৎসামূলক গান গেয়ে বেড়াত। তিনি صلى الله عليه وسلم এই দু'জন দাসীকেও হত্যার নির্দেশ

দিয়েছিলেন।” -সিরাত ইবনে হীশাম, আরবী মিশর, অধ্যায় : بقتلهم صلى الله عليه وسلم ৬১৬, পৃষ্ঠা : ৬১৬, ই.ফা. ৪র্থ খণ্ড, প্রকাশকাল : জানুয়ারী, ২০০৮ইং অধ্যায় : রসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم যাদের হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন, পৃষ্ঠা : ৬৫।

আবু বারযা رضي الله عنه হতে বর্ণিত,

قال أغلظ رجل يا أبى بكر الصديق فقلت اقتله فانتهرنى وقال ليس هذا لى لحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

“তিনি বলেন একব্যক্তি আবু বাকার رضي الله عنه কে মন্দ বললে আমি বললাম, আমি তাকে হত্যা করবো? এতে তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন রসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم এর পর এটা কারও জন্য বৈধ নয়।” -নাসাঈ, সহীহ, অধ্যায় : ৩৭, হত্যা অবৈধ হওয়া, অনুচ্ছেদ : ১৬, রসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم কে মন্দ বলা, হাদিস # আরবী মিশর ৪০৭১, ই.ফা. ৪০৭২, অনুচ্ছেদ : ১৭, এই হাদিস সম্পর্কে আ'মাশ থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে শাদিক পার্থক্য, হাদিস # আরবী মিশর ৪০৭২, ৪০৭৩, ৪০৭৪, ৪০৭৫, ৪০৭৬, ৪০৭৭, ই.ফা. ৪০৭৩, ৪০৭৪, ৪০৭৫, ৪০৭৬, ৪০৭৭, ৪০৭৮, ৪০৭৯, ৪০৭৬, ৪০৭৭, ৪০৭৮, আবু দাউদ, সহীহ, অধ্যায় : ৩৩, কিতাবুল হুদুদ, অনুচ্ছেদ : ২, যে নাবী صلى الله عليه وسلم কে গালী দেয় তার বিধান, হাদিস # আরবী রিয়াদ, ৪৩৬৩, হ.মা. ৪৩৬৩, ই.ফা. ৪৩১২ (হাদিসটি নাসাঈর বর্ণনা)।

এই হাদিসগুলো থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم কে কটাক্ষ করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে।

## রসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم কে কটাক্ষ করলে তাকে হত্যা করতে হবে আর এ বিষয়ে বিচারকের রায়ের অপেক্ষার প্রয়োজন নেই

ইবনে আবাস رضي الله عنه বলেন,

أن اعمى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت له ام ولد وكان له منها ابنان وكانت تكثر الوقيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسبه فيزجرها فلا تنزجر وينهاها فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة ذكرت النبى صلى الله عليه وسلم فوقع فيهم فلم اصبح ان قمت الى المغول فوضعت في بطنها فاتكأت عليه فقتلتها الى فأصبحت قتلا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس وقال انشد الله رجل لى عليه حق فعلم ما فعل الا قام فأقبل الأعمى يتدلده فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا صاحبها كانت أم ولدى وكانت بي لطيفة رفيقة ولى منها ابنان مثل اللؤلؤتين ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتشتمك فانهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر فلما كانت البارحة ذكرتك فوقع فيك فقامت الى المغول فوضعت في بطنها فاتكأت عليها حتى قتلتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اشهدوا ان دمها حدر.

“রসূলুল্লাহ ﷺ এর সময় একজন অন্ধ লোক ছিল, তার একজন দাসী ছিল। যার গর্ভে তার দুই ছেলে জন্মেছিল। সেই দাসী সর্বদাই রসূলুল্লাহ ﷺ এর কথা উল্লেখ করে তাকে মন্দ বলত, অন্ধ ব্যক্তিটি তাকে এই জন্য ধমক দিত। কিন্তু সে তাতে কিছুই মনে করত না। তাকে নিষেধ করা হত তবুও সে বিরত হত না। অন্ধ লোকটি বললেন এক রাতে আমি রসূলুল্লাহ ﷺ এর কথা উল্লেখ করলে সে তাঁর রসূলুল্লাহ ﷺ নিন্দা করতে শুরু করল। আমার তা সহ্য না হওয়ায়, আমি একটি হাতিয়ার নিয়ে তার পেটে ঢুকিয়ে দিলাম। তাতে সে মারা গেল। ভোরে লোকজন তাকে মৃত অবস্থায় দেখে ব্যাপারটি রসূলুল্লাহ ﷺ কে জানালেন। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ সকল লোককে একত্র করে বললেন আমি আল্লাহর কসম দিয়ে ঐ ব্যক্তিকে বলছি, যে এমন কাজ করেছে সে হাজির হও। এ কথা শুনে ঐ অন্ধ ব্যক্তিটি ভয়ে উঠে এসে হাজির হলেন এবং বললেন হে আল্লাহর রসূল ﷺ আমি এই কাজ করেছি। সে আমার দাসী ছিল। আমার স্নেহময়ী সঙ্গীণী ছিল। তাঁর গর্ভের আমার দুটি ছেলে রয়েছে, যারা দেখতে মুক্তার মত। কিন্তু সে প্রায় আপনাকে মন্দ বলত, গালী দিত। আমি নিষেধ করলেও সে থামত না, ধমক দিলেও সে থামত না। অবশেষে গত রাতে আমি আপনার কথা উল্লেখ করলে সে আপনাকে মন্দ বলতে আরম্ভ করল। তখন আমি একটি অস্ত্র উঠিয়ে তার পেটে ঢুকিয়ে দেই। তাতেই সে মারা যায়। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন তোমরা স্বাক্ষী থাক, ঐ দাসীর রক্তের কোন বিনিময় নেই।” -নাসাঈ, সহীহ, অধ্যায় : ৩৭, হত্যা অবৈধ হওয়া, অনুচ্ছেদ : ১৬, রসূলুল্লাহ ﷺ কে মন্দ বলা, হাদিস # আরবী মিশর ৪০৭০, ই.ফা. ৪০৭১, আবু দাউদ, সহীহ, অধ্যায় : ৩৩, কিতাবুল হুদুদ, অনুচ্ছেদ : ২, যে নাবী ﷺ কে গালী দেয় তার বিধান, হাদিস # আরবী রিয়াদ ৪৩৬১, ৪৩৬৩, হ.মা. ৪৩৬১, ৪৩৬৩, ই.ফা. ৪৩১০ (হাদিসটি নাসাঈর বর্ণনা)।

এই হাদিসটি থেকে বুঝা যায়, ঐ অন্ধ সাহাবী তার দাসীকে রসূলুল্লাহ ﷺ কে কটাক্ষ করার কারণে নাবী ﷺ এর অনুমতি ছাড়াই হত্যা করেছিলেন। অথচ রসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনার বিচারক ছিলেন। এতে বুঝা যায়, রসূলুল্লাহ ﷺ কে কটাক্ষ করলে বিচারকের রায়ের অনুমতি ছাড়াই ঐ কটাক্ষকারীকে হত্যা করা যাবে।

**কোনো মুসলিম রসূলুল্লাহ ﷺ কে কটাক্ষ করার পরে**

**তাওবাহ করলেও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে**

রসূলুল্লাহ ﷺ কে কটাক্ষ করলে তার শাস্তি যে মৃত্যুদণ্ড তা ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বুঝার বিষয় হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ কে কটাক্ষ করেছে সে যদি তাওবাহ করে তাহলে কি তাকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে ছাড় দেয়া যাবে? না, তাকে ছাড় দেয়া যাবে না। তার তাওবাহটি তাকে জাহান্নাম থেকে হয়তো মুক্তি দিতে পারে কিন্তু পৃথিবীতে তার জন্য আল্লাহর নির্ধারিত যে শাস্তি রয়েছে তা অবশ্যই কার্যকর করতে হবে। এ বিষয়টি বুঝতে নিম্নোক্ত হাদিসটি লক্ষ্য করুন। ইমাম ইবনু হুসাইন

সূত্রে বর্ণিত,

من جهينة ات النبي ﷺ فقالت انها زنت وهي حبلى قدعارسول الله ﷺ ونياها فقال له رسول الله ﷺ أحسن اليها فاذا وضعت فجيء بها فلما ان وضعت جاء بها فامر بها النبي ﷺ فشكت عليها ثيابها ثم امر بها فرجمت ثم امرهم ففصلوا عليها فقال عمر يا رسول الله ﷺ تصلى عليها وقد زنت؟ فقال والذى بنفسى بيده لقد تابت توبت لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها.

“একদা জুহাইনাহ্ গোত্রের জনৈক মহিলা নাবী ﷺ এর নিকট এসে বললেন সে ব্যভিচার করেছে এবং গর্ভবতী হয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অভিভাবককে ডেকে এনে বললেন এর সঙ্গে উত্তম আচরণ কর। আর যখন সে সন্তান প্রসব করবে তখন তাঁকে আমার নিকট নিয়ে আসবে। অতপর, সে মহিলা সন্তান প্রসব করলে তার অভিভাবক তাঁকে নিয়ে এলো। নাবী ﷺ এর আদেশে তাঁকে কাপড় দিয়ে বেঁধে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হয়। অতপর, তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের আদেশ দিলেন যে, তাঁর জানায়ার সলাত আদায় করতে। ওমার রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ আপনি তাঁর জানায়ার সলাত আদায় করবেন? সেতো ব্যভিচারিনী, তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কুসম সে মহিলা এমন তাওবাহ করেছে যে, যা মাদিনাবাসী সত্তর জনের মাঝে বন্টন করে দিলেও তাদের জন্য তা যথেষ্ট হবে। তুমি তাঁর চাইতে উত্তম কোন ব্যক্তিকে পাবে যে তার স্বত্ত্বাকে উৎসর্গ করে দিল?” -মুসলিম, অধ্যায় : ৩০, কিতাবুল হুদুদ, অনুচ্ছেদ : ৫, যে ব্যক্তি নিজে ব্যভিচার স্বীকার করে, হাদিস # আ.হা.লা. ৪৩২৩, ৪৩২৪, আবু দাউদ, সহীহ, অধ্যায় : ৩৩, কিতাবুল হুদুদ, অনুচ্ছেদ : ২৫, নাবী ﷺ জুহানাহ্ গোত্রের যে মহিলাকে পাথর মারার আদেশ দিয়েছিলেন, হাদিস # আরবী রিয়াদ ৪৪৪০, ৪৪৪২, হ.মা. ৪৪৪০, ৪৪৪২, ই.ফা. ৪৩৮৫, ৪৩৮৭, তিরমিযী, সহীহ লি-গইরিহী, অধ্যায় : ১৫, রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদ বা দণ্ডবিধি, অনুচ্ছেদ : ৯, সন্তান জন্মগ্রহণ না করা পর্যন্ত গর্ভবতী নারীর শাস্তি বিলম্বিত হবে, হাদিস # আরবী রিয়াদ ১৪৩৫, হ.মা. ১৪৩৫, ই.ফা. ১৪৪১ (হাদিসটি আবু দাউদের বর্ণনা)।

এই হাদিসটি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন। মহিলাটি এমনভাবে তাওবাহ করেছে, তার তাওবাহ যদি মাদিনাবাসী সত্তর জনের মাঝে বন্টন করে দেয়া হতো তাহলে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হতো। কিন্তু তাঁর এই সুন্দর তাওবাহর পরও রসূলুল্লাহ ﷺ তার ব্যভিচার করার শাস্তিটি এতটুকুও ছাড় দেননি। বরং তাঁকে পাথর মেরে হত্যা করিয়েছেন এবং তাঁর জন্য জানায়ার সলাতও আদায় করতে আদেশ করেছেন। অর্থাৎ বুঝা গেল যে, অপরাধটির জন্য তাওবাহ করলে তা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু পৃথিবীতে আল্লাহর দেয়া নির্ধারিত এই শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়া যাবে না। যদি পৃথিবীর শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়া হতো তাহলে মানুষ অপরাধটি করতো

আর তাওবাহ্ করে মাফ পেয়ে যেত। এতে করে পৃথিবীতে আরো বিশৃঙ্খলা হতো। এ বিষয়টি বুঝতে আরো একটি যুক্তি দিচ্ছি, প্রত্যেক দেশেই তাদের নিজস্ব আইন রয়েছে, এখন কেউ যদি কাউকে হত্যা করে তাহলে অবশ্যই ঐদেশের আইন অনুযায়ী তার মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে। কিন্তু হত্যাকারী লোকটি যদি বলে যে, “আমি যা করেছি তা ভুল করেছি, অতএব আমাকে ক্ষমা করুন” তাকে কি ঐ দেশের আইন ক্ষমা করবে? নিশ্চয়ই না।

ঠিক তেমনিভাবে রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কেউ যদি কটাক্ষ করে তাওবাহ্ করে তাহলে তার তাওবাহ্'র জন্য হয়তো জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু পৃথিবীতে তার জন্য যে শাস্তি আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে নির্ধারিত রয়েছে তা কার্যকর করতেই হবে। অর্থাৎ তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতেই হবে।

## কোনো অমুসলিম রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কটাক্ষ করার পরে

অনুতপ্ত হলে হবে না বরং ইসলাম গ্রহণ করলে

তার জন্য নির্ধারিত শাস্তি মওকুফ হবে

রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কটাক্ষ করলে তাকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। তবে যদি কটাক্ষকারী অমুসলিম হয় এবং সে কটাক্ষ করার পরে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাকে আর মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কটাক্ষ করার কারণে আব্দুল্লাহ্ ইবনে খাতলের দুই গায়িকা দাসীকে নাবী ﷺ হত্যা করতে বলেছিলেন। তবে একজন ইসলাম গ্রহণ করলে রসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ক্ষমা করেছিলেন। এ সম্পর্কে বর্ণনাটি লক্ষ্য করুন,

واما قيسنا ابن خطل فقتلت احدهما وحربت الاخرى حتى استؤمن  
لها رسول الله ﷺ بعد فامنها واما سارة فاستؤمن لها فامنها

“আব্দুল্লাহ্ ইবনে খাতলের দাসীদ্বয়ের একজনকে হত্যা করা হয় আর অপরজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পরবর্তীকালে ঐ দাসী ইসলাম গ্রহণ করলে রসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে নিরাপত্তাদান করেন।” -সিরাত ইবনে হিশাম, আরবী মিশর, অধ্যায়ঃ من أمر النبي ﷺ بقتلهم : ৪র্থ খণ্ড, প্রকাশকাল : জানুয়ারী, ২০০৮ইং অধ্যায় : রসূলুল্লাহ্ ﷺ যাদের হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন, পৃষ্ঠা : ৬৭

এই ঘটনা থেকেই বুঝা যায় যে, শুধুমাত্র ইসলাম গ্রহণ করলেই ঐ অমুসলিম কটাক্ষকারীকে মাফ করা যাবে। শুধুমাত্র অনুতপ্ত হলে হবে না। কারণ, আবু সুফিয়ান রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কটাক্ষ করত কিন্তু পরে যখন অনুতপ্ত হয়েছিল তখনও তাকে ছাড় দেয়ার কথা আসেনি। বরং তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন কেবল তখন তাকে ক্ষমা করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে বর্ণনাটি লক্ষ্য করুন,

ويحك يا ابا سفيان! ألم يأن لك ان تعلم اني رسول الله؟ قال بآبي  
انت وامي ما احلمك واكرمك واوصلك! اما هذه والله فان في

النفس منها حتى الان شيئا فقاله عباس ويحك! اسلم واشهد ان لا اله الا  
الله وان محمد رسول الله قبل ان تضرب عنقك .

“রসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আবু সুফিয়ান এখনও কি তোমার বুঝে আসেনি যে, আমি আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে সত্য রসূল? জবাবে আবু সুফিয়ান বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনি কতইনা ধৈর্যশীল, মহানুভব ও আত্মীয়বৎসল! আল্লাহ্'র কৃসম (আপনি নাবী হওয়ার ব্যাপারে) অবশ্যই আমার মনে এখনো কিছু সন্দেহ রয়েছে। একথা শুনে আব্বাস ﷺ বলে উঠলেন, ধ্যাৎ! তুমি এখনই ইসলাম গ্রহণ করো তোমার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার আগেই এবং স্বাক্ষ্য দাও যে, “নাই কোনো ইলাহ্ আল্লাহ্ ছাড়া এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্'র রসূল।” তখন আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেন।” -সিরাতে ইবনে হিশাম, আরবী মিশর, অধ্যায়ঃ اسلام ابى سفيان بن الحارث وعبد الله بن أمية : ৪ অধ্যায় : রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে আবু সুফিয়ান কর্তৃক আশ্রয়দান ও তাঁর ইসলাম গ্রহণ, পৃষ্ঠা # ৬১২, ই.ফা. প্রকাশকাল : জানু, ২০০৮ইং, অধ্যায় : রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে আবু সুফিয়ান কর্তৃক আশ্রয়দান ও তাঁর ইসলাম গ্রহণ, পৃষ্ঠা # ৫৮।

এই ঘটনাটি লক্ষ্য করুন, আবু সুফিয়ান অনুতপ্ত হয়ে রসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রসংশা করছিলেন কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করছিলেন না। তখন আব্বাস ﷺ বলেছিলেন তোমাকে হত্যা করার আগে ইসলাম গ্রহণ করো। এতে বুঝা গেল যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কটাক্ষকারী শুধুমাত্র অনুতপ্ত হলে তাকে ক্ষমা করা হবে না। তাকে হত্যা করতেই হবে। তবে সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাকে ক্ষমা করা হবে।

## রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কটাক্ষ করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড

এই আইনকে বিশ্বাস না করার বিধান

এই ব্যাপারটি ওয়াহীকে অস্বীকার করার নামান্তর। কারণ, রসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বয়ং নিজেই তাঁকে কটাক্ষ করার কারণে কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করিয়েছিলেন। সেখানে আমরা কোন দিক থেকে এই বিধানকে অস্বীকার করবো? যারা রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর মাধ্যমে আসা বিধানকে বিশ্বাস করে না তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ۖ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ .  
“আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রসূল এর বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমালংঘন করবে, আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন এবং সেখানে চিরকাল থাকবে আর সেখানে অবমাননাকর শাস্তি ভোগ করবে। -সূরা নিসা- ৪/১৪

এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, যারা রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর বিরুদ্ধাচরণ করবে তারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। জাহান্নামে চিরকাল কোন মুসলিম থাকে না বরং কাফিররাই থাকে। এতে বুঝা যায়, রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর বিরুদ্ধাচরণকারীরা মুসলিম নয় তারা কাফির। তাই যারা রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কটাক্ষ করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বিশ্বাস করে না, তারা রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে কাফির হয়ে গেছে।

সরাসরি রসূলুল্লাহ ﷺ কে কটাক্ষ করেনি কিন্তু  
কটাক্ষকারীদের সম্পর্কে বলে থাকে  
তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে  
এ সম্পর্কিত বিধান

এই বিষয়টি মূলত রসূলুল্লাহ ﷺ কে কটাক্ষ করার সাথে সমর্থন বুঝায়, যারা পরোক্ষভাবে রসূলুল্লাহ ﷺ কে কটাক্ষ করার ব্যাপারে সমর্থন করে তারাও মূলত রসূলুল্লাহ ﷺ কে কটাক্ষ করেছে বলে বুঝে নিতে হবে, কারণ মহান আল্লাহ বলেন,  
...وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا...  
“...যে মন্দ কাজের জন্য সুপারিশ করবে, তার জন্য তাতে অংশ আছে...”-সূরা নিসা- ৪/৮৫

এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, যারা মন্দ কাজের সমর্থন করবে তারাও মূলতঃ ঐ মন্দ কাজের অংশীদার। তাই বুঝে নিতে হবে যে, যারা রসূলুল্লাহ ﷺ কে কটাক্ষ করার ব্যাপারে মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে বলে মন্তব্য করে, তারাও ঐ কটাক্ষ করার অপরাধের অংশীদার। এই কারণে এমন ব্যক্তিদেরকেও রসূলুল্লাহ ﷺ কে কটাক্ষ করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে।

রসূলুল্লাহ ﷺ এর কটাক্ষকারীকে যারা  
হত্যা করতে বাঁধা প্রদান করে  
এ সম্পর্কিত বিধান

এ বিষয়টি দুইভাগে বিভক্ত-

(ক) যারা রসূলুল্লাহ ﷺ কে কটাক্ষ করেছে তাদের পক্ষ নিয়ে প্রতিরোধকারী।  
এরা রসূলুল্লাহ ﷺ কে কটাক্ষ করার ব্যাপারে সমর্থন দিয়ে মূলতঃ ইসলামকেই কটুক্তি করেছে। এই শ্রেণির মানুষ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,  
...وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَتَلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ...  
“...আর যদি তারা তোমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে কটুক্তি করে তাহলে কাফির নেতাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর...” সূরা তাওবা- ৯/১২

(খ) যারা রসূলুল্লাহ ﷺ কে কটাক্ষ করেছে তাদের পক্ষ না নিয়ে বরং শান্তি বজায় রাখার দাবীতে প্রতিরোধকারী।

এরাই মূলতঃ অশান্তি সৃষ্টিকারী, কারণ যারা রসূলুল্লাহ ﷺ কে কটাক্ষ করেছে, তারা সমস্ত মুসলিমদের মনে এমনভাবে আঘাত দিয়েছে যে, মুসলিমদের জীবনের সমস্ত শান্তি নষ্ট করে দিয়েছে। মুসলিম সমাজে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য অবশ্যই ঐ

কটাক্ষকারীদের হত্যা করতে হবে। যারা মুসলিম সমাজের এই শান্তি ফিরিয়ে আনার কাজকে প্রতিরোধ করে বলবে যে, “আমরা শান্তি বজায় রাখতে চাই”, তারা মূলত মুনাফিক, তারা মুমিন নয়। এই সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رضي الله عنه হতে বর্ণিত,

ان النبي ﷺ قال من حمل علينا السلاح فليس منا.

নাবী ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি আমাদের (মুসলিমদের) বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে সে আমার উম্মত নয়।”-মুসলিম, অধ্যায় : ১, কিতাবুল জমাৎ, অনুচ্ছেদ : ৪২, নাবী ﷺ এর উক্তি যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে সে আমার উম্মত নয়, হাদিস # আ.হা.লা. ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ই.ফা. ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ই.সে. ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, অনুচ্ছেদ : ৪৩, নাবী ﷺ এর উক্তি যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দেয় সে আমার উম্মত নয়, হাদিস # আ.হা.লা. ১৮৪, ই.ফা. ১৮৫, ই.সে. ১৯১।

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত,  
...من حال وبينه فعلية لعنة الله والملائكة والناس اجمعية لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.

“রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ... আর যে ব্যক্তি কিসাসে (আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর) বাঁধা দিবে তার উপর আল্লাহ, মালাইকাহগণ (ফেরেশতাগণ) এবং সকল মানুষের লানত (অভিসম্পাত)। তার ফরজ বা নফল কোনো ইবাদাতই ক্ববুল হবে না।”-নাসাঈ, সহীহ, অধ্যায় : কুসামাহ, অনুচ্ছেদ : প্রস্তর অথবা কোড়ার আঘাতে নিহত ব্যক্তি, হাদিস # আরবী মিশর ৪৭৮৯, ৪৭৯০, ই.ফা. ৪৭৮৯, ৪৭৯০, আবু দাউদ, হাসান লি-গইরীহী, অধ্যায় : ৩৪, রক্তমূল্য, অনুচ্ছেদ : ১৭, ক্বাওমের যে ব্যক্তিকে ভুলবশতঃ হত্যা করা হয়, আরবী রিয়াদ ৪৫৩৯, ৪৫৪০, হ.মা. ৪৫৩৯, ৪৫৪০ (হাদিসটি নাসাঈর বর্ণনা)।

যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে এদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ...

“তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো সেই লোকদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর...”-সূরা বাক্বারাহ, ২/১৯০

রসূলুল্লাহ ﷺ কে যারা কটাক্ষ করেছে তাদের সম্পর্কে  
যারা বলে ‘আমরা তাদের ইসলাম বুঝাতে ব্যর্থ হওয়ায়  
তারা কটাক্ষ করার সুযোগ পেয়েছে’  
এ সম্পর্কিত বিধান

এই ধরনের লোকেরা মূলতঃ মুনাফিক। ঐ অন্ধ সাহাবী নাবী ﷺ কে কটাক্ষ করার কারণে যখন তাঁর ﷺ দাসীকে হত্যা করেছিল, তখন কি নাবী ﷺ বলেছিলেন, যে তুমি তোমার দাসীকে ইসলাম বুঝাতে সক্ষম হওনি। এই কারণেই সে, আমাকে ﷺ কটাক্ষ করেছিল ! এই ধরনের লোকদের কথা শুনে বুঝা যায় যে, তারা সাহাবায়েকিরামগণের থেকেও বেশী ভদ্র ! সত্যিকার অর্থে এই লোকগুলো নাবী ﷺ সম্পর্কে কটাক্ষকারীদের বাঁচাতেই এই ধরনের বক্তব্য দিয়ে মুসলিম সমাজকে ধোঁকা দিতে চায়। মূলতঃ এই লোকগুলো ঐ কটাক্ষকারীদের দালাল। যারা মুসলিম সমাজকে ধোঁকা দেয়, তাদের সম্পর্কে আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه বর্ণনা করেন,

ان رسول الله ﷺ قال....من غشنا فليس منا



“রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ... আর যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দিবে সেও আমার উম্মাত নয়।” -মুসলিম, অধ্যায় : ১, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ : ৪২, নাবী ﷺ এর উক্তি, যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দেয় সে আমার উম্মাত নয়, হাদিস # আ.হা.লা. ১৮৪, ই.ফা. ১৮৫, ই.সে. ১৯১।

আর যারা মুসলিমদের সাথে ধোঁকাবাজী করে তাদের সাথে রসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কেদের ঘোষণা দিয়েছেন। আবু হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত,  
 .... من غشنا فليس مني

“... (নাবী ﷺ বলেছেন) জেনে রেখো, যে ব্যক্তি আমাদের (মুসলিমদের) সাথে ধোঁকাবাজী করে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।” -মুসলিম, অধ্যায় : ১, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ : ৪২, নাবী ﷺ এর উক্তি, যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দেয় সে আমার উম্মাত নয়, হাদিস # আ.হা.লা. ১৮৫, ই.ফা. ১৮৬, ই.সে. ১৯২।

এই দুটি হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, এই ধরনের ব্যক্তির মুসলিম নয়, বরং মুনাফিক। এরা পরোক্ষভাবে রসূলুল্লাহ ﷺ এর কটাক্ষকারীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। তাই বুঝে নিতে হবে যে, এ সকল ব্যক্তির নাবী ﷺ এর কটাক্ষকারীদের প্রতি পরোক্ষ সমর্থন দেয়, তারাও রসূলুল্লাহ ﷺ কে কটাক্ষ করেছে বলে বুঝে নিতে হবে। তাই, এই ধরনের ব্যক্তিদের শাস্তিও মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে।

## রসূলুল্লাহ ﷺ এর সম্পর্কে কটাক্ষকারীদের ব্যাপারে যে সকল মুসলিম নীরব ভূমিকা পালন করে তাদের সম্পর্কিত বিধান

এবিষয়টি দুইভাগে বিভক্ত,

### ক. প্রতিবাদের সামর্থ্য থাকার পরও নীরব থাকা

এই শ্রেণির লোকেরা মূলতঃ মুনাফিক। রসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য মূলতঃ এদের অন্তরে কোনো ভালবাসা নেই। যদি ভালবাসা থাকত তাহলে তারা কখনই রসূলুল্লাহ ﷺ কে কটাক্ষ করার ব্যাপারে নীরব থাকত না। যাঁদের মনে রসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি ভালবাসা আছে তাঁরা অবশ্যই এ ধরনের ঘৃণ্য কাজের প্রতিবাদ করবে, যেমনিভাবে প্রতিবাদ করেছিল ঐ অন্ধ সাহাবী ﷺ তাঁর দাসীর সাথে। -নাসাঈ, সহীহ, অধ্যায় : ৩৭, হত্যা অবৈধ হওয়া, অনুচ্ছেদ : ১৬, রসূলুল্লাহ ﷺ কে মন্দ বলা, হাদিস # আরবী মিশর ৪০৭০, ই.ফা. ৪০৭১, আবু দাউদ, সহীহ, অধ্যায় : ৩৩, কিতাবুল হুদুদ, অনুচ্ছেদ : ২, যে নাবী ﷺ কে গালী দেয় তার বিধান, হাদিস # আরবী রিয়াদ ৪৩৬১, ৪৩৬৩, হ.মা. ৪৩৬১, ৪৩৬৩, ই.ফা. ৪৩১০ (হাদিসটি নাসাঈর বর্ণনা)। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِآيَاتِهِ الْآخِرَةِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ  
 يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

“মানুষের মাঝে এমন কিছু লোক আছে যারা বলে আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান এনেছি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ ও মু’মিনদেরকে প্রতারিত করে। আসলে তারা নিজেদেরকে ছাড়া আর কাউকে প্রতারিত

করে না। কিন্তু এটা তারা উপলব্ধি করতে পারে না।” -সূরা বাকুরাহ, ২/৮-৯

### খ. প্রতিবাদের সামর্থ্য না থাকার কারণে নীরব থাকা

যারা সামর্থ্য না থাকার দরুণ এই ঘৃণ্যতম অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করতে পারছেন না। তাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,  
 ... من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فليذكره فان لم يستطع فليبلغه وذاك اضعف الايمان.

“তোমাদের কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখলে তা যেন হাত দিয়ে পরিবর্তনের চেষ্টা করে আর যদি সেই সামর্থ্য না থাকে তাহলে সে যেন মুখের দ্বারা পরিবর্তনের চেষ্টা করে আর যদি এই সাধ্যও না থাকে তবে সে যেন মনে-মনে তা পরিবর্তনের উপায় খোঁজ করে, তবে এটা ঈমানের দুর্বলতার পরিচয়।” -মুসলিম, অধ্যায় : ১, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ : ২০, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা ঈমানের অঙ্গ। ঈমান হ্রাস ও বৃদ্ধি পায়। ভাল কাজের আদেশ করা আর মন্দকাজের প্রতিরোধ করা ওয়াজিব, হাদিস # আ.হা.লা. ৮১, ই.ফা. ৮৩, ই.সে. ৮৫।

## উপসংহার

পরিশেষে কথা হলো যে, রসূলুল্লাহ ﷺ কে ভালবাসতে হবে সকল মানুষ, ধন-সম্পদ, এবং নিজের জীবন থেকেও। তাহলেই আমরা ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করতে পারব। আর যারা রসূলুল্লাহ ﷺ কে কটাক্ষ করে তাদেরকে কাফির বলে বিশ্বাস করতে হবে। এবং সামর্থ্য থাকলে তাদেরকে হত্যা করতে হবে। আর এই হত্যা কার্যকর করতে বিচারকের রায়ের অপেক্ষার প্রয়োজন নেই। যদি রসূলুল্লাহ ﷺ এর কটাক্ষকারীরা তাওবাহ করে তারপরেও তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে। যারা এই কটাক্ষকারীদের সম্পর্কে বলবে যে, তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে তাদেরকেও হত্যা করতে হবে, কারণ, তারা পরোক্ষভাবে এই ঘৃণ্যতম কাজে সমর্থন দিয়েছে। যদি হত্যা করতে সামর্থ্য না থাকে তাহলে নূন্যতম অন্তর দিয়ে হলেও পরিবর্তনের উপায় খোঁজ করতে হবে। যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এই ঘৃণ্যতম কাজের ব্যাপারে নীরব থাকে বুঝতে হবে তারা মুনাফিক। এরা মুসলিমদেরকে ধোঁকা দিতে চায়। আর যারা এই ঘৃণ্যতম কাজকে সমর্থন দিয়ে এ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে বাঁধা দিবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এবং যারা ঘৃণ্যতম কাজকে সমর্থন না করে শাস্তি বজায় রাখার দাবীতে বাঁধা দিবে তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন

### লেখকের প্রকাশিত বইসমূহ

- আমাদের মাযহাব কি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ?
- কাফির বলার প্রয়োজনীয়তা ও নিয়ম
- একই দিনে সকল মুসলিমকে অবশ্যই সওম (রোজা) ও ঈদ পালন করতে হবে
- রসূলুল্লাহ ﷺ কে যেভাবে ভালবাসতে হবে এবং তাঁকে ﷺ কটাক্ষকারীর বিধান